অনিয়ম, প্রতারণা ও দুর্ণীতি ভাঙ্গায় এনজিও সংস্থা “ব্যুরো বাংলাদেশ” এর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

মাসুম আল ইসলাম, ভাঙ্গা (ফরিদপুর) প্রতিনিধি:- ফরিদপুরের ভাঙ্গায় বেসরকারী এনজিও প্রতিষ্ঠান “ব্যুরো বাংলাদেশ” এর ভাঙ্গা শাখার ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার, অফিস সহকারি, হিসাব রক্ষকের বিরুদ্ধে অনিয়ম, প্রতারণা ও দুর্ণীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। লোন দেওয়ার প্রতিশ্রæতিতে এনজিওতে টাকা জমা রেখে লোনের পরিবর্তে বীমা কোম্পানীর রশিদ দেওয়ায় বিপাকে পড়েছে ভুক্তভোগীরা।
ভুক্তভোগীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে জানাযায়, বর্তমানে উপজেলার ছিলাধরচর সদরদী গ্রামে বাস করেন ফোরকান মোল্লার স্ত্রী মোসা: সাগরী বেগম (৩৫) জরুরী ভিত্তিতে টাকার প্রয়োজনে “ব্যুরো বাংলাদেশ” ভাঙ্গা শাখায় যোগাযোগ করলে উক্ত শাখার কর্মকর্তারা তাদের এনজিওতে ৩০ হাজার টাকা সঞ্চয় রাখার মাধ্যমে দুই লক্ষ টাকা লোন দেওয়ার প্রতিশ্রæতি দেন। কর্মকর্তাদের কথামত ৩০ হাজার টাকা জমা রাখেন সাগরী বেগম কিন্তু, দীর্ঘদিন বিগত হলেও এনজিও থেকে লোন প্রদাণ না করে উপরোন্ত সাগরী বেগমের মত কয়েকজনের কাছে বীমা কোম্পানীর রশিদ প্রদান করে বলেন তাদের নামে বীমা খোলা হয়েছে। এ ব্যাপারে আপত্তি জানালে উক্ত শাখার কর্তৃপক্ষ ভুক্তভোগীদের সাথে অনৈতিক আচরণ করে তাদের এনজিও অফিস থেকে বের করে দেয়।
এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী রোকেয়া বেগম বলেন, “আমরা গরিপ মানুষ ছাওয়ালরে বিদেশে পাডাবো দেইহ্যা আমাগো পালের ছাগল দুইড্যা বেইচ্যা মেনেজার হারুন সাপরে ৩০ হাজার টাহা দিছি। হে আমারে চাইর লাখ টাহা লোন দেবে কইয়্যা টাহা না দিয়া ঘুরেইছে, কয় মাস পর ঘুরতি ঘুরতি হেসমেশ উপায় না পাইয়্যা অপিসে যাইয়্যা কইছি আপনি যতি আইজক্যা টাহা না দেন তাইলে আমি এহন বিষ খাইয়্যা মরব। হারুন সাপ পরে আমারে ডাইক্যা কইছে যে তুমি কান্নাকাডি হইরোনা আমি তুমারে এ্যাক লাখ টাহা লোন দিবা লাকছি, তুমি কারো কাছে কইয়্যো না। পরে আমি কইছি যে, ছার আমারে চাইর লাখ টাহা দিবার চাইছেন আর এহন এ্যাক

লাখ টাহা দিবার চান ? আমার এই টাহায় অবে না। পরে আমারে কইছে যে তুমারে এহন না কাইল দ্যুই লাখ টাহা দিবানে তুমি চিন্ত্যা হইরো না বাড়ি যাও আর বাদবাহী টাহা পরে দিবানে। পরে আমারে টাহা দেছে এ্যাক লাখ আশি হাজার, আর কইছে বিশ হাজার টাহা সঞ্চয় রাইহ্যা দেছে। পরে আমি কইছি আমি যেই টাহা দিছিলাম হেই টাহা কুতায় ? আমারে ম্যাগনা লাইপ বীমা কুম্পানির (মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড) কাগজ দেছে।”
এ ব্যাপারে “ব্যুরো বাংলাদেশ” এর এ্যরিয়া ম্যানেজার মো: তাইজুল ইসলাম বলেন, “ইতি মধ্যে আমরা ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার হারুনের বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নিয়েছি। তাকে শোকজ করা হয়েছে। উপরোস্থ কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে অতি দ্রæত সমাধান করব।”
উল্লেখ্য, এ ব্যাপারে ২৫ অক্টোবর ২০১৭ ভাঙ্গা থানায় উপ-পরিদর্শক মো: মজিবর রহমানের নেতৃত্তে¡ শালিস-বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এসময় স্থানীয় কাউন্সিলর, গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ সহ সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।